

নববর্ষ এবং বাঙালীর অস্তিত্বের সংকট!

-বিপ্লব

যা বছরটাইতো ভুলেগেছি! ১৪১৪? নাকি ১৩১৩? কিছু একটা হবে হয়তো! কি যায় আসে! বাংলা ক্যালেন্ডার ধরে দুর্গাপূজোটাই ফলো করি না— তো বছরের নতুন দিন নিয়ে এত আদিখ্যেতা কেনরে বাবা! নাকি পয়লা বৈশাখে কান ধরে মনে করাতে হবে আমি বাঙালী! আইডেন্টিটি ক্রাইসিস? অস্তিত্বের সংকট?

বিদেশে আমার মতন খই কুড়ানো প্রবাসীর বাঙালীত্বর বেঁচে আছেটাই বা কি যাতে বাঙালী হিসাবে আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগবো? হ্যাঁ বাঙলা নাচ, গান, নাটক বিদেশেও হয়-বাঙালিরাই সময় খরচ করে ব্যাটিং করছে। দ্বিতীয় প্রজন্মে বুম্পা লাহিড়ির মতন কিছুটা রেশ রয়েছে যাবে। কিন্তু তৃতীয় প্রজন্মে? অল উইকেট ডাউন! শিকড়ের রস ক্রমশ বাষ্পীভূত হচ্ছে-সবই বুঝি। তবুও অবুঝ মনের শিকরে মাটির রসের সন্ধান—তাই লিখে চলি। কেও গেয়ে চলে-কেও বা নেচে আশ্বাদন করতে চাইছে ক্রমশ শুকোতে থাকা শেষ ড্রপলেটটা।

সত্যি বলুনতো বাঙালী বলতে কি বলে পরিচয় দেবো? আমেরিকানদের পরিচয় তাদের উদ্ভাবনী শক্তিতে, জার্মানদের লোকে চেনে ইঞ্জিনিয়ারিং উৎকর্ষতায়, জাপানি চেনা যায় পরিশ্রমে—ভারতীয় বলতে ফকির-সাধু-যোগা-একটা প্রাচীন 'যাদু' সভ্যতা যারা ইদানিং সফটওয়্যার লিখে থাকে। তবুও একটা পরিচয়। বাঙালী বলতে বিশ্ব কি ভাবে চিনবে? বাঙালী বিশ্বকে কি রফতানী করতে পেরেছে?

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলে খুব অন্ধকার চিত্রই পাওয়া যাবে। এই মুহূর্তে শুধু দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছি যা বিদেশীদের বাঙালী খাইয়েছে। এক, ইসকন বা হরেকৃষ্ণ সোসাইটি। আমেরিকায় সর্বত্রই এদের অফিস দেখা যায়-এরা দাবি করে এককোটি আমেরিকান শিষ্য-শিষ্যা। গোটা বিশ্বে এদের তিনকোটি শিষ্য। যাদের মধ্যে ম্যাডোনা এবং এঞ্জেলিনাও আছেন। কিন্তু ধর্ম মানেই ভেজাল। অর্থাৎ সংখ্যাতন্ত্রের বিচারে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ রফতানী আধ্যাত্মিক প্রেমের ভেজাল। দুই বিক্রম যোগা। আমেরিকায় এটাও ভালোই করে খাচ্ছে-বিশেষত বড়লোকদের মধ্যে। এটা ভেজাল নয়-কিন্তু যোগাটা সবাই ভারতীয় বলেই জানে, যদিও এটাকে জনপ্রিয় করেছেন বিক্রম সরকার। ইঙ্কনে তাও বাঙালী ব্যাপারটা আছে -কারণ বৈষ্ণব সাহিত্যের পুরোটাই বাংলা।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা সেভাবে এক্সপোর্ট করতে পারলাম না কেন? রবীন্দ্রসংগীত কীর্তনের চেয়ে শতগুনে ভালো প্রোডাক্ট! বিদেশে রবীন্দ্রচর্চা এখনো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বৈষ্ণব পরকীয়া কি ভাবে বিশ্বের সর্বত্র ছড়াচ্ছে? এটাতে মোটেও বাঙালীর কৃতিত্ব নেই। স্বামী প্রভুপাদ 'হরেকৃষ্ণটা' আমেরিকানদের বেচেছেন প্রথমে। আর আমেরিকানরা হলো মার্কেটিং গুরু। ব্যাশ 'পরকীয়া' প্যাকেজ করে গোটা বিশ্বে ছেড়ে দিয়েছে।

এই মার্কেটিং স্কিল থাকলে রবীন্দ্রসংগীত হত বাঙালীর শ্রেষ্ঠ রফতানি। সেটা হলে বাঙালী হিসাবে মাথাটা থাকতো তালগাছে। আসলে আমাদের সবকিছুতেই ধুত!-বেচাটা ধাতে নেই।